দৈনিক সংবাদ

তারিখ APR 1 1 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল ৭৫% কমান

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা-২০০০ সমাগত। প্রত্যেক পাবলিক পরীক্ষা বিশেষত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) পরীক্ষা আসলেই শিক্ষা বোর্ড, জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন স্তর থেকে পরীক্ষাসমূহে নকল প্রতিরোধকল্পে গুরুগম্ভীর শব্দসংবলিত বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ প্রচারিত হয়, যা শুনলে মনে হয় এবার বুঝি নকলমুক্ত অবস্থায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। অধিকাংশ স্থানেই নকলমুক্ত তো দূরের কথা নকলের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। গত মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও একই অবস্থা দেখা গেছে। গুটিকতক শহর ও উপজেলা কেন্দ্র বাদে অধিকাংশ কেন্দ্রেই চলেছে নকলের মহোৎসব।

পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করতে হলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত একান্ত প্রয়োজন এবং সে সিদ্ধান্ত সত্যিকারের হতে হবে। উপরে লোক দেখানোর জন্য নকল বন্ধের কথা বলে গোপনে নিজ দলীয় ছাত্রদের নকল করে পাস করতে সহায়তা করা এবং সে পাসের ছাত্রছাত্রীদেরকে বাহবা দেয়া এ রকম দ্বিমুখী যাকে বলে মোনাফেকি নীতি চলতে থাকলে পরীক্ষাকে কোন দিনই নকলমুক্ত করা যাবে না। পরীক্ষায় কড়াকড়ি হলে পরবর্তী নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় ভোট পাওয়া যাবে না এবং ক্ষমতাসীন হওয়া যাবে না রাজনৈতিক দল ও নেতানেত্রী বিশেষভাবে স্থানীয় নেতা-নেত্রীদের এ রকম চিন্তা-চেতনা থাকাকালে পরীক্ষা নকলমুক্ত হবে না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতিহীন রাজনীতি-বিদদের আজ যে জয়-জয়কার, তেমনি অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনও আজ নীতিহীন, ফাঁকিবাজ শিক্ষকদের করায়ত্তে। কথাটি বড় দৃঢ় কিন্তু আজকের বাস্তবতা এটাই। সুহৃদ সহকর্মী শিক্ষক/শিক্ষকাবকৃন্দ অনুগ্রহ করে ক্ষেপে যাবেন না। সরকারি-বেসরকারি কলেজে দীর্ঘ ৩০ বছর অধ্যক্ষ পদে কাজ করে আজকের বাস্তবতায় এই রূঢ় সত্য বলতে হলো।

সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্বন্ধে দুটো সুপারিশ রাখছি ঃ

(১) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন কলেজের ছাত্রছাত্রীই যেন নিজ কলেজ কক্ষে বসে পরীক্ষা না দিতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ এক কলেজের ছাত্রছাত্রীকে অন্য কলেজে যেয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। ২/৩ জন শিক্ষককে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে পরিদর্শক হিসেবে কাজ করার আদেশ দিলে লাভ কিছুই হবে না। এ ব্যবস্থা শুধু শহরে নয়, গ্রামে ও সব জায়গায় করতে হবে। এতে রাজনৈতিক হইচই শুরু হবে। একটু দূরে যেয়ে পরীক্ষা দিতে থাকা-খাওয়ার প্রশ্ন উঠিয়ে মাঠ সরগরম করা হবে। আগে জেলা সদরে/মহকুমা সদরে (যা আজকের জেলা শহরে) যেয়েই পরীক্ষার্থীদেরকে মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হতো। পরীক্ষার্থীরা প্রায় পৌনে দু বছর নিরাপদ দূরত্বে সুবিধাজনক স্থানে অর্থাৎ নিজ বাড়ি, বাসা, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ইত্যাদিতে অবস্থান করে কম খরচে পড়াশোনা করেছে। পরীক্ষায় ২০/২৫ দিন একটু কষ্ট স্বীকার করে, টাকা পয়সা খরচ করে, একটু দূরে যেয়ে পরীক্ষা দেয়ার এ অসুবিধাটুকু তাদেরকে বহন করতেই হবে। এতে দেখা যাবে নকল ৭৫% কমে গেছে।

(২) ছাত্রছাত্রীদের ২০/২৫ দিনের খরচ এবং থাকা-খাওয়ার বিষয়ে মনে বেশি দয়া দেখা দিলে প্রত্যেক থানা কেন্দ্রে কেবল একটিমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব টিএনওকে দিতে হবে। তিনি থানা কেন্দ্রে অবস্থিত বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হল, অডিটোরিয়ামসমূহে বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে বসানোর ব্যবস্থা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একনিষ্ঠ শিক্ষকদের নিয়ে পরীক্ষা পরিচালনা করবেন। এ ক্ষেত্রে টিএনওকে সৎ ও দক্ষ হতে হবে। এতেও দেখা যাবে নকল ৭৫% কমে গেছে। সমাজ দুর্নীতিমুক্ত না হলে নকল ১০০% রোধ করা যাবে না। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন হলে এটা সম্ভব হবে। আজ তো ব্যবস্থা উল্টো। যে ব্যাধি সারাতে অস্ত্রোপচার একান্ত প্রয়োজন সেখানে শুধু মলমের প্রলেপ দিয়ে লাভ হবে না। রূঢ় বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে অস্ত্রোপচার করুন। নতুবা শুধু হম্বিতম্বি করে কোন লাভ নেই।

অধ্যক্ষ দেলওয়ার হোসেন
৭৬, নিমটুলী, ফরিদপুর।